মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন সংখ্যাঃ ৩১ বর্ষঃ তৃতীয় জুলাই ২০০৭

ঢাকায় ৫ কেজি হেরোইনসহ ৮ জন গ্রেফতার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের একটি রেইডিং টিম গত ৩০ জুন/০৭ তারিখ রাত ১০-১২ ঘটিকা পর্যন্ত রাজধানীর সূত্রাপুর থানাধীন ওয়ারী ১৩/১৪, নবাব স্ট্রীটস্থ গাজীভিলার ২য় তলার ফ্লাট ঘেরাও করে ৫ টি রুমে তল্লাশী চালিয়ে ৫ (পাঁচ) কেজি হেরোইনসহ মোছাঃ সিমা আক্তার (২৮), মোঃ মঞ্জু ভূঁইয়া (৩০), মোঃ শহিদুল ইসলাম (২২), মোঃ আলাউদ্দিন (২৫), মোছাঃ পারভীন বেগম (২৫), মোঃ সেলিম (২৮), তানিয়া বেগম (৩৫) এবং ইতি আক্তার ইভা (১৮) কে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতদের দেহ তল্লাশী করে ২৪০ প্যাকেট এবং উক্ত ফ্ল্যাটে রক্ষিত স্টীলের আলমীরার মধ্য হতে আরও ৪৪০ প্যাকেট মোট ৬৮০ টি পলিথিনের প্যাকেট হেরোইনের পুড়িয়া (প্রতি প্যাকেটে ৪১ পুরিয়া) মোট ২৭৮৮০ পুড়িয়া যার

৫ (পাঁচ) কেজি, হেরোইন মাপার ১ টি ইলেকট্রনিক নিক্তি, হেরোইন প্যাকেটজাত করার সিলিং মেশিন ২ টি, মোবাইল সেট ২ টি এবং হেরোইন বিক্রির হিসাব সম্বলিত ১ টি ডায়রী উদ্ধার করা হয়। জব্দকৃত হেরোইন যশোর বেনাপোল থেকে আনা হয়েছে মর্মে আসামীদের প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়। আসামীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে সূত্রাপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়।

রাজধানীর সূত্রাপুর থানাধীন ওয়ারী ১৩/১৪, নবাব স্ট্রীটস্থ গাজীভিলা থেকে ৫ (পাঁচ) কেজি হেরোইনসহ আটককৃত ৮ আসামী

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ মাদকবিরোধী প্রচারাভিযানের উপর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা মাঠ পর্যায়ে নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন ২০০৭ উদযাপন উপলক্ষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কর্মসূচী পালন করে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ জুন/০৭ মাসে মোট ৫৬৩ টি নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করে। জুন/০৭ মাসের নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. মাইকিং কর্মসূচী- ২০ টি।
২. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক কর্মসূচী ৯ টি।
৩. মাদকবিরোধী আলোচনা সভা- ৪৪৩ টি।
৪. অভিযানকালে গণসচেতনতা কার্যক্রম- ৩৯ টি।
৫. পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচী- ১৫ টি।
৬. মাদকবিরোধী ফিল্ম প্রদর্শন- ৩ টি।
৭. সেমিনার/ওয়ার্কশপ- ৩০ টি।
৮. অন্যান্য কর্মসূচী- ৪টি।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

জুন/০৭ মাসে সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে ৪০২ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে অন্তঃ বিভাগে ২১৪ জন এবং বহিঃ বিভাগে ১৮৮ জন চিকিৎসা সেবা, পরামর্শ ও ফলোআপ সেবা প্রাপ্ত হয়। জুন/০৭ মাসে নিরাময় কেন্দ্রভিত্তিক চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপঃ

কেন্দ্রের নাম	অন্তঃ বিভাগ	বহিঃ বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৪৬	১০৩	১৪৯	৭২	১৪৯
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	৩	৬	৯	-	৯
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	-	-	-	-	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	-	-	-	-	-
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	১	২২	২৩	৬	২৩
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	৪৭	-	৪৭	৩৮	৪৭
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	১১৭	৫৭	১৭৪	১১৭	১৭৪
মোট	২১৪	১৮৮	৪০২	২৩৮	৪০২

সম্পাদকের কথা

ইয়াবার বিস্তার রোধ করা জরুরী

সম্প্রতিকালে যেসমস্ত মাদকদ্রব্য ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হচ্ছে তার মধ্যে ইয়াবা অন্যতম। অনেক ব্যবহারকারীরা জানেনা আসলে ইয়াবা কি? ইয়াবার মূল উপাদান মেথামফিটামিন। মেথামফিমিন মস্তিস্কের মধ্যে অতি উচ্চমাত্রায় **Dopamine** নামক নিউরোট্রান্সমিটারের নিঃসরণ ঘটায়। এতে মস্তিস্ক কোষের উত্তেজনা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় এবং **Mood** ও **body Movement**ও মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়। ইয়াবা মস্তিস্কের রক্তবাহী সূক্ষ্ম নালীগুলোকে ধ্বংস করে ব্রেইন স্ট্রোক ঘটাতে পারে।

ইয়াবা কোকেনের চেয়েও মারাত্মক উত্তেজনা সৃষ্টি করে থাকে। এর প্রতিক্রিয়াও কোকেনের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়। সাধারণতঃ গৃহীত মাত্রার উপর ইয়াবার প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে। ইয়াবার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ শিহরণমূলক আনন্দ, উচ্ছ্বলতা, অনিদ্রা, ক্ষুধা কমে যাওয়া, অরুচি ও বমি ভাব, শরীরে গরম অনুভূতি, মুখের মধ্যে শুস্ক ভাব, ঘাম, ছটফটানি, চপলতা, সতর্কতা ও স্নায়ুর অসম্ভব জাগ্রত ও সংবেদনশীলতা, শারীরিক গতি ও ক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধি, হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি, ইত্যাদি। মোটকথা ইয়াবা গ্রহণের ফলে একজন মানুষ তার স্বাভাবিক জীবন থেকে অনেকটা বিচ্যুত হয়ে যায়। সাময়িকভাবে এটা তার কাছে ভাল লাগলেও তার পরিণতি ভয়াবহ। ইয়াবা থাইল্যান্ড-মায়ানমার হয়ে চোরাচালানীদের মাধ্যমে বাংলাদেশে আসছে। গত জানুয়ারি/০৭ থেকে জুন/০৭ পর্যন্ত শুধু মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরই ৩৪,৮৫৯ টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে। অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাও ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধারে তৎপর রয়েছে। ইয়াবার ট্যাবলেট এর অপব্যবহার যেহারে বাড়ছে তা অবশ্যই জাতির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। এর চোরাচালান ও বিস্তার রোধে এখনই সকলকে সতর্ক হওয়া জরুরী।

ফরিদপুরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ৫ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

অতিরিক্ত দায়রা জজ ২য় আদালত, ফরিদপুর গত ২৮/০৬/০৭ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ফরিদপুর উপ-অঞ্চলের সদর সার্কেল কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় মোঃ মোজাম্মেল হক, মোঃ বাবুল এবং আব্দুর রহিম নামে তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করেন। গত ১১/০৮/০৪ তারিখে মোঃ মোজাম্মেল হকের বিরুদ্ধে ৪৮ বোতল ফেনসিডিল এবং মোঃ বাবুল ও আব্দুর রহিমের বিরুদ্ধে ০১/০৪/০৫ তারিখে ৫৫ বোতল ও ৫০০ মিলি লিটার তরল ফেনসিডিল রাখার জন্য মামলা দায়ের করা হয়। এছাড়া অতিরিক্ত দায়রা জজ ১ম আদালত, ফরিদপুর গত ০৫/০৬/০৭ তারিখে ফরিদপুর সদর সার্কেল কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় মোঃ বান্নাত আলী এবং মোঃ ইউনুস আলী নামে দুইজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করেন। গত ১৭/০৫/০৬ তারিখে মোঃ বান্নাত আলীর বিরুদ্ধে ৫০ বোতল ফেনসিডিল এবং ৯/১০/০৭ তারিখে মোঃ ইউনুস আলীর বিরুদ্ধে ৩ লিটার তরল ফেনসিডিল রাখার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক জুন/০৭ মাসের মামলার পরিসংখ্যানঃ

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৮৮	৮৭
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৪৫	৪৭
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	২৭	৩৯
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১৭	২০
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	৭	৯
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	৭	৮
৭	চট্রগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৪১	৩৯
৮	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	১৩	১২
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৩৮	৩৬
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১৪	১৯
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২৭	৩১
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	৯	৮
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	৪	৭
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	২	১
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	১	১
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	২৩	২৯
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	২৯	৩৮
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	৮	৮
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৫	৫
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	২	২
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৫৪	৬৫
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	১৭	১৮
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	১৯	১৯
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৩৬	৪২
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	২২	২২
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	১১	১৯
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৬	৬
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	৯	৯
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	৩	৩
	সর্বমোটঃ	৫৮৪	৬৪৯

প্রিকারসর কেমিক্যাল আমদানি সংক্রান্ত মাসিক বিবরণী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানীর বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকে। বর্তমান অর্থবছরের শুরু থেকে জুন/০৭ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রিকারসর এর অনুমোদিত বার্ষিক কোটা ও আমদানীর পরিমাণ নিম্নরূপঃ

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	আমদানির বার্ষিক কোটার পরিমাণ	জুলাই/০৬ হতে জুন/০৭ পর্যন্ত আমদানীর পরিমাণ	জুন/০৭ মাসে আমদানীর পরিমাণ
টলুইন	৮,৯২৫.৭৯৯ মেঃ টন	২০৫৫.১৮৪ মেঃ টন	৩৩৬.৫৫৩ মেঃ টন
এসিটিক এনহাইড্রাইড	১,২৫৬.৯৩৫ মেঃ টন	২৯৯.১৪৫ মেঃ টন	-
এসিটোন	৪,৪১৬.২৩১ মেঃ টন	৫০৯.৬৮ মেঃ টন	৮৮.৬৪ মেঃ টন
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৩,০০১.৪১৭ মেঃ টন	৩৫৩.৬৭৮ মেঃ টন	৬৬.৪৮ মেঃ টন
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	১,৭৫৭ মেঃ টন	২০৫ মেঃ টন	২০ মেঃ টন

আলামতভিত্তিক মামলার পরিসংখ্যান

জুন/০৭ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের অপরাধ দমন অভিযান, তল্লাশী, অবৈধ মাদক উদ্ধার ও অপরাধীদের গ্রেফতারে বেশ তৎপর ছিল। জুন/০৭ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৬৩১ টি এবং আসামীর সংখ্যা ৭০২ জন। মে/০৭ মাসের তুলনায় জুন/০৭ মাসে মামলার সংখ্যা কমেছে৪৭ টি এবং আসামীর সংখ্যা কমেছে ৫৩ জন। অধিদপ্তরের জুন/০৭ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	৮৯	১১৫	৬.৬৩ কেজি
গাঁজা	২৪৫	২৬৪	১২৫.১৩৯ কেজি
গাঁজা গাছ	৫	৫	২১৮ টি
অবৈধ চোলাই মদ	১২২	১২৩	১৪৩২ লিটার
দেশী মদ	২	১	২০৯২.৮ লিটার
বিদেশী মদ (লুজ)	১	১	১.৫ লিটার
বিদেশী মদ (বোতল)	৯	৮	১৪৮ বোতল
বিয়ার			৫০৪ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	১	১	৫ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	১২	১৩	৫০৩ লিটার
ফেন্সিডিল (বোতল)	৬৭	৮০	১৫৪৪ বোতল
ফেন্সিডিল (লুজ)			০.৯ লিটার
তাড়ী (টোডি)	৬	৬	২৮৬ লিটার
টি.ডি জেসিক ইঞ্জেকশন	১০	১০	৬২ এ্যাম্পুল
ডায়াজিপাম	১	২	৩৭৫ টি
জাওয়া	৪	৪	৫৬৯২.৪৫ লিটার
বনোজেসিক ইঞ্জেকশন	২	২	৯ এ্যাম্পুল
অন্যান্য	১	২	
মুলি			৮০০ পিচ
ইয়াবা ট্যাবলেট	৬	১০	৩৬২৩ টি
টলুইন	১	২	১৬১১ লিটার
মিথাইল-ইথাইল কিটোন			৯৭৯৪ কেজি
নগদ অর্থ			১,৮১,০২০ টাকা
প্রাইভেট কার			২ টি
মোবাইল সেট			১১ টি
মোট	৫৮৪	৬৪৯	

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অঞ্চলভিত্তিক ২০০৬ সালের জুন মাসের সাথে ২০০৭ সালের জুন মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ক্র/নং	অঞ্চলের নাম	জুন/০৬	জুন/০৭
১।	ঢাকা অঞ্চল	১,৫৫,১২,১২৫	১,১২,১৬,১৭১
২।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	১,২৭,৮৪,৩১৭	১,২২,০৬,৭৫০
৩।	খুলনা অঞ্চল	১,৯৪,৭৭,১৭৭	২,১২,২০,৮০২
৪।	রাজশাহী অঞ্চল	৭৫,২০,৩৮৭	১,০,৪৮,০৫২
	মোট	৫,৫২,৯৪,০০	৫,৫৩,৯১,৭৭৫

আইন-আদালত

জুন/০৭ মাসে মোট ২৯০ টি মামলা নিস্পত্তি হয়। এর মধ্যে সাজা প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১৫৪ টি, খালাস প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১৩৩ টি। সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ১৬২ জন এবং খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১৬০ জন। জুন/০৭ মাস পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৩৪৮৩৩ টি। উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক নিস্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	উপ-অঞ্চলের নাম	সাজপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	জুন/ ০৭ পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৬৫	৭১	৪৫৯১
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৭	৭	৩২৯০
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	১	১	২৩০১
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১৫	১৫	৬১৪
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	১	১	৫৬২
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	৪	৪	৪৬১
৭	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	-
৮	চট্রগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল	-	-	২৮৮৬
৯	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	-	-	৯১৪
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	৩	৩	৫৬৯
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	-	-	১৮১৫
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	-	-	৫৫২
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	-	-	১৬৩
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	-	-	১১
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	-	-	৬২
১৬	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	৪৬৭
১৭	সিলেট উপ-অঞ্চল	৮	৮	২৩৪৪
১৮	খুলনা উপ-অঞ্চল	৯	৯	৮৬৬
১৯	যশোর উপ-অঞ্চল	৭	৭	১১৫৮
২০	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১১	১১	৬৪৬
২১	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	৯৮
২২	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৩	৩	২৫৬
২৩	পটুয়াখালী /উপ-অঞ্চল	১	১	৭৯
২৪	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৭	৭	৩৭৯১
২৫	পাবনা উপ-অঞ্চল	১	১	১৪৭২
২৬	বগুড়া উপ-অঞ্চল	৩	৩	১২৯৯
২৭	রংপুর উপ-অঞ্চল	৩	৩	১৯০৪
২৮	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	৪	৫	১৩৬৩
২৯	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	১	২	২৯৯
	সর্বমোটঃ	১৫৪	১৬২	৩৪৮৩৩

বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত প্রতিবেদন

গত জানুয়ারী/০৭ থেকে জুন/০৭ পর্যন্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিধি ও শৃংখলা বহির্ভূত বিভিন্ন কার্যকলাপের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে দায়েরকৃত ৬ টি মামলার নিস্পত্তি হয়। এর মধ্যে ৪ টি মামলায় বিভিন্ন প্রকার দণ্ড প্রদান করা হয় এবং ২ টি মামলার অভিযোগ থেকে সংশ্লিষ্টদের অব্যাহতি প্রদান করা হয়। তাছাড়া বর্ণিত সময়ের মধ্যে নতুন ৬ টি বিভাগীয় মামলা রুজ্জু করা হয়। এগুলো নিস্পত্তির প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

India's 'problem drugs' cause headache to UN

NEW DELHI: The United Nations is concerned over the rise in cocaine usage and abuse of medicines like painkillers and cough syrups in India, which has now emerged as a major transit point for smuggling of narcotics, a report from the international body said of Friday.

The report on drug abuse by the International Narcotics Control Board said in India. The main "problem drugs" in the country include cough syrup and buprenorphine, it revealed.

"Pharmaceutical preparations continue to be diverted from domestic distribution routes and sold without prescription in pharmacies and various other retail outlets in the in the region," it said, adding: "Besides supplying local markets in India, cough syrups are also trafficked into Bangladesh, and, in some cases, to Myanmar," the report for the year 2006 said.

The abuse of dextropropoxyphene in North-Eastern states has also increased significantly in recent years and although it has been banned in some states, smuggled forms of the drugs are easily obtained from street merchants, it said. The report also noted that the abuse of amphetamine- type stimulants, popularly known

ABUSE RECORD

- **Cocaine, painkillers gain ground in India**
- **Many abusable drugs being manufactured in the country**
- **Traffickers use South Asia as the transit point**
- **Unsafe doping practices raise AIDS/HIV rates**

as party drugs, is increasing in the country. On the other hand, cocaine use is growing, particularly among the neo-rich population, it added.

Heroin route

Identifying the trafficking of heroine from

though smugglers use South Asia mainly as a transit point in the process, it stimulates the illicit market in South Asia- leading to more abuse.

It also pointed out that unsafe practices surrounding abuse by drug-injection are one of the key reasons for the spread of HIV/AIDS in the region.

"Though that is particularly true in India and Nepal, Bangladesh also has the potential for an HIV/AIDS epidemic. And for that reason, government of countries in the region need to remain vigilant," the international body said.

-Source: DEA, New Delhi Country Office, Indian Subcontinent, Narcotics News Bulletin, March/April 2007, Page No-03.

অবসর গ্রহণ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রংপুর উপ-অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক জনাব মোঃ ফজলুল হক ০৫/০৭/২০০৭ তারিখে, খুলনা উপ-অঞ্চলের সহকারী উপ-পরিদর্শক জনাব মোঃ মহিউদ্দিন ২৫/০৭/২০০৭ তারিখ এবং রাজশাহী উপ-অঞ্চলের নওগাঁ সার্কেলের সিপাই জনাব মোঃ সামাদ ১৫/০৭/২০০৭ তারিখে প্রাক অবসর গ্রহণ প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এলপিআর)- এ গমন করেন। উক্ত ছুটি শেষে জনাব মোঃ ফজলুল হক ০৫/০৭/২০০৮ তারিখে, জনাব মোঃ মহিউদ্দিন ২৫/০৭/২০০৮ তারিখ এবং জনাব মোঃ সামাদ ১৫/০৭/২০০৮ তারিখে সরকারী চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করবেন।

রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন নমুনার মাসিক প্রতিবেদন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিডিআর, কাস্টমস, র‍্যাব ও কোস্টগার্ডসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামতের রাসায়নিক পরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করা হয়। জুন/০৭ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার চিত্র নিম্নরূপঃ

নমুনা প্রেরণকারী সংস্থা	মামলা সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ			পেন্ডিং/ স্থগিত
		পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট	
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	৫৩৬	৫৩৬	-	৫৩৬	-
পুলিশ	৫৫৯	৫৫৬	২	৫৫৮	১
বিডিআর	৩	৩	-	৩	-
র‍্যাব	-	-	-	-	-
সর্বমোট	১০৯	১০৯৫	২	১০৯৭	১

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
টেলিযোগাযোগ ঃ ৯৩৫৫৮৯৩, ৯৩৫৫৮৯৪, ৮৩১২২৪৯।